বাংলা

'ক' ভাষা

(নতুন পাঠক্রম)

২০২২

PART-A

মোট সময় : ৩ ঘন্টা ১৫ মিনিট] [পূর্ণমান : ৮০

পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশ :
1. *পরিমিত এবং যথাযথ উত্তরের জন্য বিশেষ মূল্য দেওয়া হবে।*
2. *বর্ণাশুদ্ধি, অপরিচ্ছন্নতা এবং অপরিষ্কার হস্তাক্ষরের ক্ষেত্রে নম্বর কেটে নেওয়া হবে।*
3. *উপান্তে প্রশ্নের পূর্ণমান সূচিত আছে।*

PART-A

বিভাগ – ক

(নম্বর : ৫০)

১. অনধিক ১৫০ শব্দে যে-কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫ × ১ = ৫

১.১ "এ সংসারে সব কিছুই চলে বড়ো পিসিমার নিয়মে।" — বড়ো পিসিমা কে ? গল্পে তার চরিত্রের কী পরিচয় পাওয়া যায় ? ১ + ৪

১.২ "সেই সময় এল এক বুড়ি।" — লেখক বুড়ির সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিজের ভাষায় লেখো। ৫

২. অনধিক ১৫০ শব্দে যে-কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫ × ১ = ৫

২.১ "আরোগ্যের জন্য ঐ সবুজের ভীষণ দরকার" — 'ঐ সবুজ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন ? সেই সবুজকে পাওয়ার জন্য কবি কী কী নির্দেশ দিয়েছেন ? ১ + ৪

২.২ "আমি তা পারি না।" — কবি কী পারেন না ? "যা পারি কেবল" — কবি কী পারেন ? ৩ + ২

sciencemaster.in

৩. অনধিক ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫ × ১ = ৫

৩.১ "আমি রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে গ্রিনরুমে ঘুমোই চাটুজ্জেমশাই — কেউ জানে না" — কোন্ নাটকের অংশ ? বক্তা কে ? তিনি কেন গ্রিনরুমে ঘুমোন ? ১ + ১ + ৩

৩.২ "জীবন কোথায় ?" — কে, কাকে বলেছেন ? বক্তা জীবনকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে করেন ? ১ + ১ + ৩

৪. অনধিক ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫ × ১ = ৫

৪.১ "অবাক-বিহ্বল বসে আছি, মুখে কথা নেই।" — মুখে কথা নেই কেন ? ৫

৪.২ "কে আবার গড়ে তুলল এতবার ?" — কী গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে ? এই প্রশ্নের মাধ্যমে কবি কী বলতে চেয়েছেন ? ১ + ৪

৫. অনধিক ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫ × ১ = ৫

৫.১ "এ-অঞ্চলের গারোদের ঘর দূর থেকে দেখলেই চেনা যায়" — কোন্ অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে ? গারোদের ঘর কেমন তার বিবরণ দাও। ১ + ৪

৫.২ "জেলখানাটা পাহাড়ের তিনতলা সমান একটা হাঁটুর ওপর।" — কোন্ জেলখানা ? সেখানে সাধারণ কয়েদিদের ওপর কীরকম অত্যাচার করা হত ? ১ + ৪

৬. অনধিক ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫ × ১ = ৫

৬.১ বিভাজ্য ধ্বনি কাকে বলে ? দুটি বিভাজ্য ধ্বনির পরিচয় দাও। ১ + ২ + ২

৬.২ ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলির উল্লেখ করে যে-কোনো একটি শাখার আলোচনা করো। ২ + ৩

৭. অনধিক ১৫০ শব্দে যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫ × ২ = ১০

৭.১ বাঙালির বিজ্ঞান ভাবনা ও বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অবদান আলোচনা করো। ৫

৭.২ বাংলা ক্রিকেটের ধারায় সারদারঞ্জন রায়চৌধুরীর অবদান আলোচনা করো। ৫

৭.৩ চিত্রকলা-চর্চায় শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর স্থান নিরূপণ করো। ৫

৭.৪ বাংলা চলচ্চিত্রের ধারায় পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের অবদান আলোচনা করো। ৫

sciencemaster.in

৮. নিম্নলিখিত যে-কোনো **একটি** বিষয় নির্বাচন করে, নির্দেশানুসারে কমবেশি ৪০০ শব্দে একটি প্রবন্ধ রচনা করো : ১০ × ১ = ১০

৮.১ নিম্নে প্রদত্ত মানস-মানচিত্র অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ রচনা করো :

৮.২ প্রদত্ত অনুচ্ছেদটিকে প্রস্তাবনা বা ভূমিকাস্বরূপ গ্রহণ করে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে, পরিণতি দানের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ রচনা করো :

নতুন মাস্টারমশাই

শ্রেণিতে যে সব বই নিয়ম করেই পড়তে হয়, মাস্টারমশাইরা যত্ন করেই তা পড়িয়ে দেবেন ; এটুকু তো প্রত্যাশিতই। মনকে নিশ্চয় একটু একটু করে শিক্ষিত স্তরে পৌঁছে দেয় সে সব পড়াশোনা। কিন্তু ছোটদের মনকে অনেকখানি বাড়তি সজীবতা দেয় মাস্টারমশাইদের এই প্রথা ভাঙবার সাহস। পাঠ্যরেখার স্থিরতার মধ্য থেকে মাঝে মাঝে হঠাৎ যদি কোনো কিশোর মনকে তাঁরা চালিয়ে দেন কোনো অভাবনীয়ের দিকে, কোনো স্বপ্নের দিকে, কোনো চ্যালেঞ্জের দিকে, তাহলে সে মন হয়তো অনেকদিনের পুষ্টি পেয়ে যায়, পেয়ে যায় কোনো নতুন জগতের আনন্দ।

৮.৩ প্রতিপক্ষের যুক্তির দুর্বলতা প্রমাণ করে স্বপক্ষে যুক্তিবিন্যাস করে প্রবন্ধ রচনা করো :

বিতর্কের বিষয় : 'ক্লাসরুম' শিক্ষার পরিপূরক 'অনলাইন এডুকেশন'।

পক্ষে : দীর্ঘ বিদ্যালয় বিরতিতে ছাত্রছাত্রীদের গৃহবন্দী জীবনের একমাত্র মাধ্যম 'অনলাইন এডুকেশন'। এই ব্যবস্থার উৎসাহদাতা বা কার্যকারিতার কৃতিত্ব কিছুটা হলেও করোনা পরিস্থিতি। নার্সারি থেকে উচ্চতর শিক্ষা কার্যত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এই সমান্তরাল শিক্ষাপদ্ধতিতে। শহর তথা উচ্চবিত্ত পরিবারের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা মাধ্যমের উপযোগিতা অপরিসীম।

বিপক্ষে : আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের কারণে এই সমান্তরাল শিক্ষা মাধ্যম দেশের গ্রাম্যজীবনের ক্ষেত্রে পরিপূরক নয়। আচার্য বা শিক্ষকের সান্নিধ্য গ্রহণে যে অজ্ঞানের তিমির দূর হয় তার অভাব এই শিক্ষা পূরণ করতে পারে না। 'অনলাইন' শিক্ষামাধ্যমে শিক্ষার মূলশর্ত থেকে বিদ্যার্থীরা বঞ্চিত হবে। বিকাশের পথ ও লক্ষ্য পরিপূর্ণতা পাবে না।

sciencemaster.in

৮.৪ প্রদত্ত সূত্র ও তথ্য অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ রচনা করো :

সৈয়দ মুজতবা আলি (১৯০৪-১৯৭৪)

- জন্ম : ১৯০৪ খ্রীঃ ১৩ সেপ্টেম্বরে অবিভক্ত ভারতবর্ষের শ্রীহট্টের অন্তর্গত করিমগঞ্জে।
- পিতা : সৈয়দ সিকান্দার আলি।
- শিক্ষা : সিলেট গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলে পড়াশোনা শুরু। পরে শান্তিনিকেতনে এসে উচ্চতর বিদ্যার্জন ও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভ।

  স্নাতকোত্তর আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষণা — বন বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানী।

  গবেষণার বিষয় : তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব। বাংলা, ইংরাজি, সংস্কৃত, আরবী, জার্মান, ফরাসী, পারসিক এবং হিন্দুস্তানী ভাষায় তাঁর সর্বোচ্চ স্তরের দক্ষতা ছিল। এছাড়া আরো আটটি ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ছিল।

- ভ্রমণ, বাস, কর্মজীবন: কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষক জীবন শুরু করে পৃথিবীর অজস্র খ্যাতনামা শিক্ষাপীঠে তিনি শিক্ষাদান করেছেন। কায়রো, করাচি থেকে ইউরোপ যেখানেই তিনি গিয়েছেন, মাতৃভাষা বাংলাকে তিনি ভুলতে পারেন নি, চানও নি। করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আজও সক্রিয় এবং সেখানেও প্রাচীন বাংলার পুথি রক্ষিত আছে, মূলত তাঁরই উদ্যোগে।
- গ্রন্থ : দেশে-বিদেশে, পঞ্চতন্ত্র (১ম ও ২য়), চাচা কাহিনী, ময়ূরকণ্ঠী, অবিশ্বাস্য, জলে-ডাঙায়, ধূপছায়া, দ্বন্দ্ব-মধুর, শবনম, ভবঘুরে ও অন্যান্য, বহু বিচিত্রা, রাজা-উজীর, কত না অশ্রুজল, গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন।
- রচনা বৈশিষ্ট্য : হাস্যরসোজ্জ্বল, ভাবগম্ভীর, পাণ্ডিত্যের স্বতঃ প্রকাশে বাংলার চিরকালের গদ্যসাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন। বাংলার প্রতিভাবানদের নিত্যসভায় তাঁর অমর আসন।

sciencemaster.in

==========